শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত

ঐশী শক্তির ক্রমবিকাশ ও কুষ্ঠ ব্যাধি আরোগ্য

হরি কথা-রস রঙ্গে, ভক্তগণ ল'য়ে সঙ্গে,
লীলা করে কৈশোর সময়।
কৈশোরের অবশেষ যৌবন প্রথমাবেশ,
ঈশ্বরত্ব প্রকাশিত হয়।।
হরি-পিতা যশোবন্ত, নরলীলা করি অন্ত,
শ্রীধাম গোলোকে চলে গেছে।
শেষে ঘটিল প্রমাদ, জমিদার সঙ্গে বাদ,
সে প্রস্তাব লেখা হইতেছে।।
যবে রামদিয়া যান, ব্রজনাথ সঙ্গে র'ন,
বিশ্বনাথ সঙ্গে বেড়া'য়েছে।
নাটু এসে মিশে সঙ্গে, হরিনাম-প্রেমরঙ্গে,
প্রেমানন্দে মত্ত হ'য়ে আছে।।
এইভাবে কত লীলা, রাখালের সঙ্গে খেলা,
একদিন নিভৃতে বসিয়া।
মুখে বলে হরিবোল, আসিয়া ব্রজ পাগল,
কহিতেছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।।
"করি না সংসার কাজ, কহিতে বড়ই লাজ,
শুন প্রভু আমি বড় ভণ্ড।
আমি বড় অভাজন, মন্দ বলে গুরুজন,
ভাই সবে মোরে করে দণ্ড।।"
প্রভু বলে "তা'রা ভণ্ড, তোরে যা'রা করে দণ্ড,
তাহা আমি জানি ভাল মতে।
করেছে চপেটাঘাত, আরো করে মুষ্টাঘাত,
সে আঘাত আমার অঙ্গেতে"।।
শ্রীঅঙ্গেতে ছিন্ন-ভিন্ন, আছে প্রহারের চিহ্ন,
ভক্তগণে করে অনুযোগ।
"এ অঙ্গে করে প্রহার, যেই মূঢ় দুরাচার,
তার অঙ্গে হো'ক্ মহারোগ"।।
মেরেছিল বড় ভাই, তিনদিন মধ্যে তাই,
ঘটিল যে তাহার কপালে।
মেরেছিল যে দিনেতে, সেই দিবস হইতে,
হস্ত তার উঠিয়াছে ফুলে।।
বিষম হস্ত বেদনা, মহাব্যাধির সূচনা,
গায়ে মুখে চাকা চাকা হ'ল।
কিছুদিনের পরেতে, গলিত হইল তাতে,
ক্লেদ রক্ত বহিতে লাগিল।।
যেদিন বলদ বাঁচে, অনেকে তাহা জেনেছে
পরস্পর জানাজানি হয়।
কেহ করিল বিশ্বাস, কেহ করে অবিশ্বাস,
কেহ এসে গরু দেখে যায়।।
লোক মুখে শুনি কথা, ব্রজনাথ-জ্যেষ্ঠভ্রাতা,
বলে "ভাই! ক্ষম অপরাধ।
ছোট ভাই বলে গণি, তোমাকে নাহিক চিনি,
দোষ করে ঘটিল প্রমাদ"।।
ব্রজ বলে 'শুন ভাই! তব কিছু দোষ নাই,
কা'র কাজ কে বা যেন করে।
যা'র কাজ সেই করে, লোকে বলে লোকে করে
যা করে শ্রীহরিচাঁদ করে।।
ক্ষমাকর্তা, প্রেমকর্তা, রোগের আরোগ্য কর্তা,
কর্ম কর্তা কর্ম অনুসারে।
কেটে যা'বে কর্মভোগ, আরোগ্য হইবে রোগ,
পার যদি ধর গিয়া তাঁরে"।।
ঠাকুরের পদে পড়ি, ভূমে লুটি গড়াগড়ি,
শির কুটি বুকেতে কিলায়।
ক্ষমা কর অপরাধ, ওহে প্রভু হরিচাঁদ,
পতিত পাবন দয়াময়।।"